

# প্রতিদ্বন্দী

কে তাকে ঠেকায় এখন?

সুবিশাল এই যে ভয়াবহ দানব, কে দেয় তার স্পর্ধার জবাব, কে তার দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দী?? আওয়ামী লীগ, তার সর্বগ্রাসী অযোগ্যতা আর দুর্নীতির আখড়া দিয়ে? ফুঃ! কিংবা বি-এন-পি, তার রাজনৈতিক অবৈধ শয্যাসঙ্গী? ফুঃ!  
জাপা-জাসদ-বাম? না, ওরাও এখন নিদারণ শ্বাসকষ্টের তালপাতার সেপাই, নিধিরাম সর্দার আর ডন কুইক্সোট।

তাহলে? কে বাকী থাকল??

দেশে এখন ক্রান্তিকাল। সুপ্রচুর উটকো সমস্যাতে জাতির জীবন এমন প্রাণান্ত যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, উৎপাদন-দুর্নীতি, সন্ত্রাস-বেকারত্ব, বন্যা-খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো সমাধানের কোন চেষ্টা-ই করা যাচ্ছে না। অঘটন গুলো ঘটেও যাচ্ছে খুব দ্রুত, একটার চাপ সইতে না সইতেই জাতির ঘাড়ে বাঁপিয়ে পড়ছে নুতন কিছু। নিভছে না কোন আগুনই - এক সয়ে যেতে না যেতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আরেক আগুন।

অদৃশ্য দেয়াল-লিখন লিখে চলেছে ব্যস্ত মহাকাল। শুভ-অশুভের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে জমে উঠছে তার উপাদান-উপাত্ত, সময় মত ঘটনা ঘটবে বিস্ফোরণে অথবা ধীরলয়ে। এ নিয়তি থেকে পার পাবে না বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক মুক্তি-বিহীন একান্তরের নিরর্থক শ্লোগানে মানুষের পেট ভরার কথা নয়, ভরেও নি। একের পর এক গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর ব্যর্থতায় সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের ভয়াবহ শূন্যতা, মরিয়্যা হয়ে উঠেছে জনগণ বিকল্প নেতৃত্বের খোঁজে। সেই শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে গুটি গুটি এগিয়ে এসেছে রাজনৈতিক ইসলাম, যাকে আমি সাধারণভাবে জামাত বলি, ডঃ তাজ হাশমীর ভাষায় “চিরকালের গণশত্রু”।

মোহময় হ্যামিলনের বাঁশিতে সে মোহাছন্ন করেছে অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত বাংলার মানুষকে। পার্থিব জীবনের চরম ব্যর্থতার বিপ্রতীপে ইহকাল-পরকালে পরম সাফল্যের অলীক সুখস্বপ্নে নেশাগ্রস্ত করেছে অনেককে। পারঙ্গম তুরন্ততায় সৃষ্টি করেছে ঘোর সমর্থক কিছু তুখোড় বুদ্ধিজীবী আর রাজনৈতিক সহযোগী। নিজের যোগ্যতার নয়, অন্যের অযোগ্যতার চূড়ান্ত ফসল সে অপূর্ব চাতুরীতে তুলেছে ঘরে। সেই সাথে আশ্চর্য্য কুশলতায় কাজে লাগিয়েছে বুশ-ব্ল্যায়ের শয়তানী উন্মাদনা, ওদের ঠেকানোর নামে হাতে তুলে নিয়েছে ইসলামের মালিকানা, এগিয়ে নিয়ে গেছে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। ব্যালট না হলে বুলেটই সই।

উন্মত্ত দানবের এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি, কে তাকে ঠেকায় এখন?

শত বছরে শত সংগ্রাম করেছে বাংলার মানুষ, কোনদিন তাকে সাংগঠনিকভাবে জনতার কাতারে দেখা যায় নি। শত শত মুক্তিপাগল নারী-পুরুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ আর গ্রাম-বাংলা। হাজারটা নাম ধরা আছে ইতিহাসে, আলীমুদ্দীন..... ফুলেশ্বরী..... যতিন মাঝি..... ট্যাগরা..... মাতঙ্গিনী হাজারা..... তারপরে একান্তরের কেয়ামত। প্রত্যেকটা জনযুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে সে চিরকালের মতই ক্ষমতাসীনের আজ্ঞাবহ, “হাস্য মুখে দাস্য সুখে বিনীত জোর-কর, প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর”-কবিগুরু।

বাংলার মাটিতে কোনদিন যাকে রাজপথে রক্ত ঝরাতে দেখা যায় নি, আজ তারই স্পর্ধায় কেঁপে কেঁপে উঠছে আমাদের জলস্থলের মাদুর। আজ তার নির্বিঘ্ন হুংকার আর খুনের মুখে বেঁচে থাকতে হয় অধ্যাপক-লেখক-চিত্তবিদ-সাংবাদিক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা তার ক্লিন্ন দু'পায়ে দলিত-মথিত হয় নিরন্তর নির্বিকার। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দেশের ভাবমূর্তি আর ইসলামের সৌম্য-মূর্তি, ভুত-প্রেতের উদ্বাহ ধেড়ে নৃত্যের মহাশ্মশান হয়ে ওঠে হতভাগ্য ছাপ্রানো হাজার বর্গমাইল। অর্থনৈতিক আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে আঘাতে ন্যূজদেহ জনতা, শত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উদভ্রান্ত জাতির পন্ডিতেরা, বিকৃত অথবা বিক্রীত সংবাদ-মাধ্যম।

তাহলে কে বাকী থাকল?

যে অদৃশ্য আইনে সুধীরে গড়িয়ে চলে পৃথিবী সূর্যের চারধারে, যে অদৃশ্য নিয়মে ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা রেখার পথটি চিনে, সেই অনড় প্রাকৃতিক জবাব আছে এ প্রশ্নের। তুঙ্গ বৃহস্পতি নিজের ওজনেই দিগন্তে ঢলবে। ধীরে উল্টে যাবে ভবিষ্যতের পাতা, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাংলার আকাশ বাতাস ক্ষেত খামার আর খাল-বিল-নদীর সাথে উদার মাতৃস্নেহে মিশে আছেন যাঁরা, তাঁদের দর্শনের ওপরে প্রবল আঘাত হানতে বাধ্য হবে জামাত তার নিজের অস্তিত্বের খাতিরেই, নিজের তাত্ত্বিক রসায়নের খাতিরেই। দু'একটা লক্ষ্মন এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে। সেই ক্রান্তিমুহুর্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ, শাহজালাল-শাহ মখদুম-বায়াজীদ বোস্তামী-নেক মর্দান-সুলতান বলখী বনাম মৌদুদি-গোলাম আজম-মুজাহিদী-মত্যানিজামী-সাইদী-আমিনী। শতকরা একশ' জন অমুসলিমের দেশে যাঁরা আদরের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ওরা, যারা শতকরা ছিয়াশী জন মুসলিমের দেশে আঘাতের ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আত্মার ইসলামের বিরুদ্ধে শাসনের ইসলাম! সালামের বিরুদ্ধে হুংকারের, স্নেহের বিরুদ্ধে ঘৃণার ইসলাম!! কে বলে এটা মুসলিম-মুরতাদের যুদ্ধ? এই তো মুসলমানদের সেই চিরন্তন তাত্ত্বিক লড়াই! শারিয়াত বনাম মারেফাতের, গভর্নেন্স বনাম গাইডেন্সের চোদ্দশ' বছরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ওদিকে যত চলেছে শারিয়াতি খলীফাদের রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার লড়াই, ততই তিজ্ঞ-বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে শত শত মারফতি দরবেশ চলে এসেছেন এদিকে। তাই তো ভারতের যত সুফি সবাই ওই ইরাণ-ইরাক আর তুর্কিস্থানের, একজন ইয়েমেনের। সিংহাসন চাইনে তাঁদের, মাটির মানুষের কাছে বসে শান্তির বার্তা পৌঁছতে পারলেই তাঁরা খুশী।

বাংলার নরম মাটির প্রতিটি কণার অবিশ্বাস্য গভীরে প্রোথিত তাঁদের শত শত বছরের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ওপর আঘাত আসবে, আবার উঠে দাঁড়াবেন তাঁরা আস্তে ধীরে। তারপর প্রলয়-টান দেবেন আকাশে বাতাসে খাল-বিল নদী-নালায় ক্ষেত-খামারে আর গণমানুষের মন-মানসে। বাংলার প্রকৃতি আর কোটি মানুষের অস্তিত্বের অনু-পরমাণু মন্তন করে উঠে আসবে মহাকালের ডাক। কোটি কোটি মানুষ টেরও পাবে না কে কোথেকে তাদের শিরা-উপশিরা ধরে এমন মরণ-টান দিল, কিন্তু উথাল পাথাল বন্যার বেগে সাড়া দেবেই তারা মহামুক্তির আহ্বানে। সেই দুর্বীর বন্যায় হালকা পালকের মত ভেসে চলে যাবে অনেক কিছুই। দুই প্রবল প্রতিপক্ষ। কে জিতবে কে হারবে তা এ মুহুর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ এর মধ্যে অগণিত মানুষের মনে মগজে শত শত দশচক্রে স্রষ্টা পরিণত হয়েছেন রক্তলোলুপ ভয়াবহ প্রেতাওয়ায়। বর্তমানের অসং জটিল বিশ্বে আরও শত-কোটি চক্রে স্রষ্টাকে ঘোরাবে থাকবে অতি ধূর্ত ধর্মান্বিত কিছু মানুষ, যারা আলোতে দেখে অন্ধকার আর অন্ধকারে দেখে জীবন। তাদের কাছে মানুষের রক্ত আর অশ্রুর চেয়ে কেতাবের অক্ষর-শব্দ-বাক্যের মূল্য বেশী, মানবাধিকারকে তারা দেখে কেতাবের সপ্তবর্ণা স্বপ্নরঙ্গীন অলীক চশমা দিয়ে।

সহি বোখারি আর সুরা নিসা আয়াত ১৭১, - - স্রষ্টা ও তার রসুলের উদ্যত তর্জনী - “ধর্মে বাড়াবাড়ি করিও না” - এ যে কত বড় সাবধান বাণী তা উপলব্ধি হবে তখন। কিন্তু ততদিনে অনেক মূল্য দিতে হবে জাতিকে, - অনেক - অনেক মূল্য দিতে হবে। বাংলার ঈশাণ কোনে আজ ছোট্ট এক কালমেঘ। খু-উ-ব ছোট, কিন্তু খু-উ-ব কালো। আরো তিরিশ লক্ষ লাশের জন্ম দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা।

ফতেমোল্লা - ২১ জুলাই ৩৪ মুক্তিসন।